আজকের কাগজ

তারিখ 24 FEB 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

185

সরকারি নির্দেশের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় নেই

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থবিরতা

নজমুল কবির শিপন ঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে গতি সঞ্চারিত হচ্ছে না। বিরাজমান অবকাঠামোকে বহাল রেখে এই কার্যক্রম শুরু করাই স্থবিরতার কারণ বলে জানা গেছে। বর্তমান সরকার এ বছর পহেলা জানুয়ারি থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে।

বর্তমানে দেশে প্রায় দেড় কোটি বালক-বালিকা স্কুল গমনোপযোগী। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় ১ কোটি ২০ লাখ। বাকি প্রায় ৩০ লাখ বালক-বালিকা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি মাড়ানোর সুযোগই পায় না। দেশে স্কুল গমনোপযোগী বালক-বালিকাদের জন্যে রয়েছে প্রায় ৫০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়। অথচ সকল স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের সংকুলান করতে আরো কমপক্ষে ২০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা দরকার। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের হার উল্লেখযোগ্য। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ শিশু পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই স্কুল ত্যাগ করে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ৩টি পূর্ব শর্তও পূরণ হয়নি। এগুলো হচ্ছে জনবসতির প্রতি ২ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্যে অথবা ২ হাজার জনসংখ্যার জন্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিনা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এসব শর্তের সবগুলোই বর্তমানে অনুপস্থিত।

শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনীহা, অবহেলা ও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবকদের অমনোযোগিতা, নিষ্ক্রিয়তা ও দায়িত্বহীনতা, মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্বে অসচেতনতা ও ব্যর্থতা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনিয়মিত ক্লাশ, অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ, অভিভাবক সমাজের বিদ্যোৎসাহী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভাব। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে উন্নীত করা সম্ভবপর হয়নি।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে যথাযথ নির্দেশ দেয়া হলেও মাঠ পর্যায়ে কোনো বাস্তব প্রয়াস নেই। সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাগজ কলমে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষাদান পদ্ধতি, ড্রপ আউট, মোটিভেশন, গৃহ পরিদর্শন, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ, ছাত্র-ছাত্রী তালিকাভুক্তিকরণ, ড্রপ আউটের কারণ নিরুপণ ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষকদের চরম উদাসীনতার অভিযোগও রয়েছে।